নিরীক্ষা সংশোধনী প্রতিবেদন দাখিল সহজীকরণ (প্রস্তাবিত)

বাস্তবায়নকারী : মোঃ নবীউল ইসলাম, জেলা সমবায় অফিসার, গোপালগঞ্জ

কেন প্রয়োজন:

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ [সংশোধিত ২০০২] এর ৪৭ ধারা অনুসরণ করে সমবায় সমিতির কর্তৃপক্ষকে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত দোষত্রুটি ও অনিয়মসমূহ সংশোধন করতে হয় এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিবন্ধককে অবহিত করতে হয়। কত দিনের মধ্যে আইনগত এ বিষয়টি নিষ্পন্ন করতে হয় অনেক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ উহা জানেন না। মুষ্ঠিমেয় যে কয়েকটি সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি জানেন তাঁরা আবার সংশোধনী প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারেন না।

ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমবায় কার্যালয়সমূহে অনেক সমিতিরই নিরীক্ষা সংশোধনী প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও দায়সাড়া গোছের সংশোধনী প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

সমিতি কর্তৃক নিরীক্ষা সংশোধনী প্রতিবেদন দাখিল না করায় সমিতির নিরীক্ষায় উল্লেখিত দোষ-ত্রুটি সংশোধনও করা হয় না।
সমিতির নিরীক্ষায় উল্লেখিত দোষ-ত্রুটি সংশোধন না করায় বছরের পর বছর একই ত্রুটিকরণ চলতে থাকে।

বিদ্যমান প্রক্রিয়া :

বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় সমবায় কার্যালয় কর্তৃক অগ্রিম/আগেভাগে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ফলে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত দোষত্রুটি ও অনিয়মসমূহ সংশোধন করার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে।

অডিট অফিসারগণ অডিট করার সময়ে সমিতির কর্তৃপক্ষকে নিরীক্ষা সংশোধনী প্রতিবেদন দাখিলের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রণয়নের পদ্ধতি/কৌশল সম্পর্কে অবহিত করেন না।

জেলার ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয় না।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষাকৃত সমিতিগুলো যেন সংশোধনী প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে তজ্জন্য উপজেলা সমবায় কার্যালয় কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

কোনো সমবায় সমিতি কর্তৃক সমবায় সমিতি আইনের এ ধারাটি (৪৭) লঙ্ঘন করা হলে সমবায় সমিতি আইনের ২২ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। উল্লেখ্য, সমবায় সমিতি আইনের ২২ ধারা মোতাবেক দায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙে দেওয়ার অপশন রয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া :

সব সমিতির অডিট বরাদ্দের তালিকা অডিট অফিসারের নামসহ উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের বাতায়নে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলা সমবায় কার্যালয়ের বাতায়নেও উহার লিঙ্ক থাকবে।

অডিট অফিসার অডিট কাজে গেলে সমিতির কর্তৃপক্ষকে সংশোধনী প্রতিবেদন দাখিলের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং দাখিল না করলে তজ্জন্য দায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে যে সমবায় সমিতি আইনের ২২ ধারায় ব্যবস্থা নিয়ে কমিটি ভেঙে দেওয়া হতে পারে উহা অবহিত করবেন ।

অডিট অফিসার যেন নিরীক্ষা সংশোধনী প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া শিখতে পারেন তজ্জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অডিট অফিসারদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কারণ একজন অডিট অফিসার প্রশিক্ষণ পেলে তিনি সে প্রশিক্ষণ অডিটকালে কাজে লাগিয়ে সংশোধনী প্রতিবেদন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারবেন।

সমিতির কর্তৃপক্ষ ৪৭ ধারা সম্পর্কে অডিট অফিসার কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়েছেন মর্মে অডিট প্রতিবেদনে সমিতির সভাপতি/সম্পাদক কর্তৃক প্রত্যয়ন থাকতে হবে।

জেলা সমবায় দপ্তর কর্তৃক প্রণয়নকৃত অডিট সংশোধনী প্রতিবেদনের একটি নমুনা কপি অডিট চলাকালে অডিট অফিসার সমিতিকে সরবরাহ করবেন। যা পাঠ করে/করিয়ে সমিতির কর্তৃপক্ষ আইডিয়া পাবেন।

কী ফলাফল তৈরি হবে এবং টিসিভি কীভাবে কমবে?

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত সেকশন ৩ এর ১.২.৭ নম্বর সূচক এর লকষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে।

সমিতির অডিট প্রতিবেদনে বছরের পর বছর যে একই ত্রুটি উল্লেখ থাকে সেটা থাকার সম্ভাবনা কমে যাবে।

সমিতির ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ বাড়বে।

সংশোধনী প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রক্রিয়া/কৌশল সম্পর্কে ধারণা না থাকায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ অনেক সময় উহা প্রণয়নের জন্য জেলা সমবায় দপ্তর ও উপজেলা সমবায় দপ্তরের কর্মীদের পিছনে ছোটাছুটি করেন। এতে তাদের সময় ব্যয় হচ্ছে, অর্থখরচও হচ্ছে। একইসাথে বারাবর যাতায়াত (আসা-যাওয়া) করতে হচ্ছে। সুতরাং টিসিভি (Time, Visit, Cost) কমবে।

সমবায় সমিতি কর্তৃক সমবায় আইনের (১৭)(৪)(ঝ) নম্বর ধারা প্রতিপালনের সুযোগ সৃষ্টি হবে [বার্ষিক সাধারণ সভার একটি আবশ্যকীয় কর্মসূচি : সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে নিবন্ধকের বরাবরে প্রেরণের জন্য পরিপালন পত্র অনুমোদন]।

দায়সাড়া গোছের সংশোধনী প্রতিবেদন এর বদলে তুলনামূলক মানসম্পন্ন সংশোধনী প্রতিবেদন প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া যাবে।